Bhatter College

Dantan,Paschim Medinipur

Dept:-Music

Professor Name:-Dr. Santanu Tewari

Semester-II

Music Honours-2020

C3T:-Introduction of Rabindra Sangeet & Theoretical knowledge of Ragas, Talas and Notations (Theoretical)

Course Contents

07. Talas introduced by Rabindranath

1. Jhampak 2. Sasthi 3. Rupakra 4. Nabatala 5. Ekadoshi
6. Nabapancho

Dated:-09.04.2020

Signature of H.O.D

হিন্দী ভাঙা গান

রবীন্দ্র সংগীত	রাগ	তাল	মূলগান
১। মন জাগো মঙ্গল লোকে	ভৈরব	ত্রিতাল	জাগো মোহন প্যায়ে
২। মহাবিশ্বে মহাকাশে	ইমনকল্যাণ	তেওড়া	মহাদেব মহেশ্বর
৩। তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে	খাম্বাজ	একতাল	আজ শ্যাম মোহালিয়ে

৩৮৫। রবীন্দ্রনাথ ও তালছন্দ সম্পর্কে লেখ।

রবীন্দ্রনাথের গীত রচনায় ছন্দ বৈচিত্র্য খুবই কৌতূহল পূর্ণ বিষয়। তিনি ছন্দকে স্পন্দন, বেগ, গতি বা প্রাণ বলেছেন। 'সংগীত ও ছন্দ'তে বলেছেন – "কাব্যে ছন্দের যে কাজ; গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে ……।" তিনি লয় সম্পর্কে বলেছেন, - "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়।" রবীন্দ্রনাথের মতে তাল সুরকে গতি প্রদান করে। সেজন্য গানে তালের প্রয়োজন হয়।

হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতে অসংখ্য তালের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ তাল সার্থক অনুশীলনের অভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বাংলার কীর্তন ও দক্ষিন ভারতের বিভিন্ন গানে যত ধরনের তাল বেজে থাকে উত্তর ভারত তথা অন্য দেশের সংগীতে তা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ছন্দকে যে কত ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার নমুনা পাই তাঁর সৃষ্ট তালে। তিনি হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের ঝাঁপতালের ছন্দকে (১ ২। ১ ২ ৩। ১ ২। ১ ২ ৩ ।) ভিন্নরূপে ঝম্পক নামে নতুন তাল সৃষ্টি করেন।

ঝম্পক ঃ

এই তালে পাঁচটি মাত্রা, দুইটি বিভাগ। ৩/২ ছন্দ। এই তালে দুইটি তালি, কোন খালি নেই। প্রথম ও চতুর্থ মাত্রায় তালিঙ্গ প্রতি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান না হওয়ায় একে বিষমপদী তাল বলা হয়। এই তাল রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন।

মূল ঠেকা -

১	২	৩	৪	৫	১
ধি	ধি	না।	ধি	না।	ধি
+			২		+

এই তালে গানের উদাহরণ ঃ- (১) বিপদে মোরে রক্ষা কর –
(২) এই লভিনু সঙ্গ তব –
(৩) এই তো তোমার আলোক ধেনু –
(৪) পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ –

ষষ্ঠী তাল ঃ-

এই '২-৪' ছন্দের তালের চলন উত্তর ভারতীয় সংগীতে নেই। কিন্তু দক্ষিন ভারতীয় সংগীতে এই ছন্দের তালের নাম 'পত্তিতাল' যা 'রূপক তাল'। রবীন্দ্রনাথ এই তালের কোন নামকরণ করে যাননি।

ছয়টি মাত্রা, দুইটি বিভাগ, ২/৪ ছন্দ। দুইটি তালি, কোন খালি নেই। প্রথম ও তৃতীয় মাত্রায় তালি। এটি বিষমপদী তাল। এটি রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল।

মূল ঠেকা -

১	২	৩	৪	৫	৬	১
ধা	গে।	ধা	গে	তে	টে।	ধা
+		২				+

উদাহরণ ঃ (১) আমরা নতুন যৌবনেরই দূত –
(২) শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে –
(৩) চির বন্ধু চির নির্ভর –

রূপকড়া ঃ-

এই তালের মাত্রা সংখ্যা আটটি। তিনটি বিভাগ। প্রথম বিভাগের তিনটি মাত্রা, দ্বিতীয় বিভাগে দুটি মাত্রা এবং তৃতীয় বিভাগের তিনটি মাত্রা। প্রথম, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ মাত্রায় তালি। এই তালের কোন খালি নেই। এই তালটি যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সেই বিষয়ে কাঙালীচরন সেনের উক্তিতে জানা যায় – "ইহা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্ভাবিত আট মাত্রা বিশিষ্ট একটি বিষমপদী নতুন তাল" (ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি - প্রথম খন্ড)। এটি বিষমপদী তাল।

মূল ঠেকা -

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১
ধা	ধিন্	না।	ধিন্	না।	ধিন্	ধিন্	না।	ধা
+		২		৩				+

উদাহরণ ঃ (১) শরৎ আলোর কমল বনে –
(২) জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে –
(৩) গভীর রজনী নামিল –

নবতাল ঃ

এই তালে মাত্রাসংখ্যা নয়। চারটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে তিনটি মাত্রা এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে দুটি করে মাত্রা। চারটি তালি। প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম মাত্রায় তালি। এই তালের খালি নেই। এটি বিষমপদী তাল এবং এটি রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল।

মূল ঠেকা -

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১
ধা	দেন্	তা।	তেটে	কতা।	গদি	ঘেনে।	ধাগে	তেটে।	ধা
+			২		৩		৪		+

উদাহরণ ঃ (১) নিবিড় ঘন আঁধারে –

(২) প্রেম প্রানে গানে গন্ধে –

একাদশী তাল ঃ

এই তালের মাত্রাসংখ্যা এগারো। চারটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে তিনটি মাত্রা, দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি মাত্রা, তৃতীয় বিভাগে দুইটি মাত্রা এবং চতুর্থ বিভাগে চারটি মাত্রা। চারটি তালি। প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম মাত্রায় তালি। কোন খালি নেই। এটি বিষমপদী, রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল।

মূল ঠেকা -

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১
ধা	ধিন্	না।	ধি	ধি।	ধি	না।	ধা	ধিন্	তেরে	কেটে।	ধা
+			২		৩		৪				+

উদাহরণ ঃ (১) দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া –

(২) কাঁপিছে দেহলতা থর থর – (৩/৪/৪ ছন্দ)

নবপঞ্চ তাল ঃ

এই তালের মাত্রা সংখ্যা আঠারো। বিভাগ পাঁচটি, (২/৪/৪/৪/৪)। প্রথম বিভাগে দুইটি মাত্রা এবং অপর চারটি বিভাগে চারটি করে মাত্রা। প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, একাদশ এবং পঞ্চদশ মাত্রায় তালি। এর কোন খালি নেই। এটি রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল।

ঠেকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১
ধা	গে।	ধা	গে	দেন্	তা।	কৎ	তাগে	দেন্	তা।	তেটে	ধা	দেন্	তা।	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে।	ধা
+		২				৩				৪				৫				+

উদাহরণ ঃ জননী তোমার করুণ চরণখানি –

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে আরো অনেক তাল বা ছন্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি - (এই তালগুলির ঠেকা ইত্যাদি উদ্ধৃত করা হ'ল "রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ" প্রথম খন্ড থেকে, গ্রন্থকার শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস)